কার্পাসডাঙ্গায় হত্যা মামলায় দুইজনের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় হত্যা মামলার দুই আসামিকে ১০ বছর করে সাজা দেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচাকর মাসুদ আলী আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামের রজব আলীর ছেলে নজরুল (৪০) ও একই এলাকার আজ্জেল মোড়লের ছেলে ইস্রাফিল (৪৩)।

আদালত সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামে সিমিরখালীর মাঠে ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর সকাল ৭টার দিকে জমি নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে একই এলাকার শাহাদৎ মন্ডলের ছেলে স্বার্থক আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার পরদিন স্বার্থক আলীর ছেলে বরকত আলী বাদী হয়ে একই গ্রামের রজব আলীর ছেলে নজরুল, মরহুম আজ্জেল মোড়লের দুই ছেলে ইস্রাফিল ও শহিদুল এবং নজরুলের ছেলে তামিমকে আসামি করে ৩৪১, ৩০২ ও ৩৪ ধারায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই আসামিরা পালিয়ে থাকলেও ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ চুয়াডাঙ্গা আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

পরে আসামিরা জামিনে মুক্ত হয়। বাদী পক্ষের ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষগ্রহণ শেষে দীর্ঘ ১০ বছর পর বিজ্ঞ বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আসামি নজরুল ও ইস্রাফিলকে ১০ বছর কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর দুই আসামি শহিদুল ও তামিমকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

গাংনীতে হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক জগত আলী হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত গাফ্ফার বিশ্বাস(৫০)কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার(২১ জানুয়ারী) ভোরে উপজেলার হেমায়েতপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত গাফফার বিশ্বাস গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের মৃত আব্দুল রহমানের ছেলে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাজ্জাক জানান, দীর্ঘদিন ধরে জগত আলী ও গাফফার বিশ্বাস এর মধ্যে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল।গত বছরের ৩০ অক্টোবর ফজরের নামাজ শেষে জগত আলী তার জমিতে কৃষি কাজের জন্য যান। সুযোগ বুঝে গাফ্ফার বিশ্বাস নিড়ানি(কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র) দিয়া আঘাত করে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জগত আলীর। পরের স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

সে সময় পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জগত আলীর মৃত্যু হয়। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর হত্যাকাণ্ডের তথ্য নিশ্চিত হয় পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই গাফ্ফার বিশ্বাস পলাতক ছিল।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,জগত আলীর স্ত্রী হালিমা খাতুন পরদিন গাংনী থানায় বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন নামে একটি হত্যা মামলার দায়ের করেন।যার মামলা নং-২,তারিখ-০১-১১-২২।

ঝিনাইদহে জনি হত্যা মামলার

আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার একমাত্র ও প্রধান আসামি সজীব আহমেদ অপুকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-
৬। গতরাতে সোমবার (৫ ডিসেম্বর) কুষ্টিয়া জেলার মনহরদি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার সজীব আহমেদ অপু হরিণাকুন্ডু উপজেলার আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে।

র্যাব-৬ এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার মো. রাসেল জানান, মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার পর থেকেই র্যাব আসামি গ্রেফতারে অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব জানতে পারে অপু কুষ্টিয়া জেলার মনহরদি গ্রামে অবস্থান করছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় যদি আরও কেউ জড়িত থাকে তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলা বাজারে নিহত জনির মোবাইলের দোকান আছে। অপু কয়েকদিন আগে ওই দোকান থেকে ৬১ হাজার টাকা মূল্যের দুটি মোবাইল বাকিতে ক্রয় করে। পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার দুপুরে আসামি অপু দোকানে ঢুকে জনিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

গাংনীর জগত আলী মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের

গাংনীর আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী হত্যাকান্ডের ঘটনায় তিন জনকে এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাতনামা জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নিহতের স্ত্রী হালিমা

খাতুন বাদী হয়ে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ এনে গাংনী থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ২, তারিখ ০১/১১/২০২২ ইং।

মামলার আসামিরা হলেন, আমতৈল গ্রামের মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল গাফ্ফার (৪০), আব্দুল জব্বার (৩৫) ও হেমায়েতপুর রাজারপাড়া এলাকার আইনুদ্দীনের ছেলে ফেরেজুল ইসলাম (৪০)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে জমি জমা নিয়ে আসামিদের সাথে আমার স্বামীর বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে তারা আমার স্বামীকে মারধর করে। এবং জমির উপর গেলে তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়ে আসছিল। সেই ধারাবাহিকতায় তারা আমার স্বামীকে বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে হত্যা করে ফেলে রেখেছে। তাকে নিড়ানি ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) মামলাটি এফআইআর ভূক্ত হওয়ার পর মুল রহস্য উদঘাটনে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনাস্থলে এসে এলাকার মানুষ জনের সাথে কথা বলার পাশাপাশি স্বাক্ষীদের সাথেও কথা বলেছি। আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে নিহতের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর মাঠের মধ্যে থেকে আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী (৫৫) এর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটিকে হত্যাকান্ড দাবী করে তার স্ত্রী হালিমা খাতুন ভাসুরের দুই ছেলে আব্দুল গাফ্ফার, আব্দুল জব্বার ও ফেরেজুল ইসলামের নামে মামলা দায়ের করেন।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকার ইজিবাইকচালক সুজন শিকদার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাকিবুল ইসলাম আসাদকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

রোববার বেলা ১২টার দিকে কুষ্টিয়া কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব ১২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মারুফ হোসেন।

তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাকিবুল ইসলামের বাড়ি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুরের দত্তপাড়া গ্রামে। গত রাতে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র্যাব-১২ অধিনায়ক আরও জানান, ২০১৬ সালে হত্যাকাণ্ডের পর রাকিবুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় দেড় বছর জেল খাটে। এরপর জামিনে মুক্তি পেয়ে সে সাভারের বিরুলিয়া এলাকায় আত্মগোপনে থেকে সেখানে সে রাজমিস্ত্রির হেলপার, বালুরঘাটের পাহারাদার এবং সর্বশেষ কোমল পানীয়র একটি কোম্পানির ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতো। এই হত্যা মামলা ছাড়াও রাকিবুলের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র এবং দুটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা রয়েছে। প্রেস ব্রিফিং র্যাব ১২ কুষ্টিয়ার কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানসহ র্যাব কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২৮ মার্চ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকার ইজিবাইক চালক সুজন শিকদার (২৮) ভাড়ায় যাত্রী বহনের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরদিন ২৯ মার্চ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়ীয়া এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে সুজনের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ। ইজিবাইক ছিনতাইয়ের উদ্দেশে সুজনকে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়।

এ ঘটনায় করা মামলায় ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ এর বিচারক গ্রেপ্তার আসামি রাকিবুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড ও দুই আসামিকে আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

ইবি ছাত্রী উর্মি হত্যা মামলায় স্বামী ও শশুরের জামিন না মঞ্জুর

ইবি ছাত্রী নিশাত তাসনীম উর্মি হত্যা মামলায় স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্স ও তার শশুর হাসেম শাহকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে আদালত।

গতকাল রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকালে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তারিক হাসানের আদালতে জামিনের আবেদন করেন।

বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন আবেদন নাকচ করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। নিহত নিশাত তাসনীম উর্মী (২৪)ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। উর্মীর মাদকাসক্ত স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্স বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় হেরোইন সেবন করে তার বাড়িতে যায়। এসময় উর্মী তার স্বামীকে মাদক ছেড়ে দেওয়ার জন্য বললে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার চালায়। গভীর রাতে উর্মীকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করে। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃতু ঘোষণা করার পর পুলিশ ওই ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করে।সকালে উর্মীর সুরোত হাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

এসময় পুলিশ অভিযান চালিয়ে আশিকুজ্জামান প্রিন্স ও তার পিতা হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী হাসেম শাহকে গ্রেফতার করে থানায় নেন। পরে উর্মীর পিতার দায়ের করা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করে। উর্মীর বাবা গোলাম কিবরিয়ার এনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১১(ক)/৩ ধারায় যৌতুকের জন্য মারপিট কেরে হত্যা ও হত্যার সহায়তার অভিযোগ এনে উর্মির স্বামী আসিকুজ্জামান প্রিন্সের ও তার পিতা হাসেম শাহ ও

শাশুড়ির নামে একটি মামলা দায়ের করেন। যার জিআর মামলা নং ২১২/২২।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেধাবী ছাত্রী হত্যার বিচার চেয়ে তার সহপাঠিরা ইসলামিক বিশ্বাবিদ্যালয় ক্যাম্পাস, গাংনী উপজেলা শহর ও মেহেরপুর জেলা শহরে মানববন্ধন করেছে। বিচার দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

ঝিনাইদহে পৌর কাউন্সিলর ইসমাইল হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর বিএনপি নেতা ইসমাইল হোসেন হত্যা মামলায় একজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান ও তিনজনকে বেকসুর খালস প্রদান করেন আদালত।

বুধবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক শওকত হুসাইন এ রায় প্রদান করেন। যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত শাহাজান একই উপজেলার চাপালি গ্রামের লুৎফর রহমানের পুত্র।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, কালীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি ইসমাইল হোসেন ২০১৪ সালের মে মাসের ১৩ তারিখে ফজরের নামাজ পড়ে বাইকে করে চাপালি গ্রামে ধানখেত দেখে বাড়ি ফিরছিলো। এ সময় আসামী শাহাজানসহ অনান্যরা চাপালী সড়কে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে কুপিয়ে জখম করে। এ সময় আহত ইসমাইলকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ হত্যার ঘটনায় ওইদিন কালীগঞ্জ থানায় নিহতের স্ত্রী জাহানারা বেগম বাদি হয়ে চারজনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

মামলাটি দীর্ঘ ৯ বছর চলাকালীন উভয পক্ষের স্বাক্ষ্যগ্রহন শেষে আদালত অভিযুক্ত শাহাজানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান ও আসামী আজিজার, আব্বাস আলী ও আতিয়ারকে এ মামলা থেকে বেকসুর খালাশ প্রদান করেন। মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পিপি আব্দুল খালেক ও

আসামীপক্ষে রাশিদুল হাসান জাহাঙ্গীর মামলাটি পরিচালনা করেন।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল আলা উদ্দীন হত্যা মামলায় ৪ আসামির যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২ টার সময় এক জনাকীর্ণ আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষণা করেন।

একই আদালত একই ঘটনায় অপর একটি মাদক মামলায় আসামিদের ৭ বছর কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলায় বাকি ২ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বলিদাপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (৪৫), মৃত জামাত আলীর ছেলে রুবেল (২৮), সোনা উল্লাহর ছেলে শাকিল হোসেন (২৮) ও কালু মন্ডলের ছেলে আনিচ (৩৫)।

খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আবু বকর সিদ্দিক ও একই গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে আতিয়ার রহমান।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে পিরতলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই সুবীর রায় ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাজিপুর থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাস আসতে দেখে পুলিশের ওই

দলটি গাছের গুড়ি রাস্তায় ফেলে মাইক্রোবাসটিকে গতিরোধ করে। এসময় নিজেদের গায়ে টর্চের আলো ফেলে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মাইক্রোবাসের চালককে নেমে আসতে বলেন।

পরে ফেনসিডিল বহণকারী মাইক্রোবাসটি বিপরীত দিকে চালিয়ে পালানো চেষ্টা করে। এসময় কনস্টেবল আলাউদ্দীন তার রাইফেলের বাট দিয়ে চালকের সামনের কাচ ভেঙ্গে দেন।

এসময় মাইক্রোবাসটি থেমে যায়। পরে পুলিশের কনেস্টবল আলাউদ্দীনকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসের বাম্পারের সাথে বাধিয়ে টেনে ছেঁচড়িয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দুরে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সামনে নিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার সময় মারা যান তিনি।

পরের দিন ২৫ জুলাই সকালের দিকে কুষ্টিয়ার মিরপর উপজেলার বলিদাপাড়া থেকে ওই মাইক্রোবাসটি (যার নং কুষ্টিয়া-চ-০২-০০১১) মামলার প্রধান আসামি আনিছ বাড়ির পাশে একটি বাঁশ বাগান থেকে জব্দ করা হয়। এসময় মাইক্রোবাসের সীটের নিচ থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় পরের দিন ২৫ জুলাই পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎকালিন আইসি সুবীর রায় বাদী হয়ে এ ঘটনায় ১৯৭৪ সালের স্পেশাল ক্ষমতা আইনে হত্যা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মুক্তার আলী ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। হত্যা মামলায় ১৬ জন এবং মাদক মামলায় ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহম্মেদ বিজন, কামরুল হাসান ও খন্দকার আব্দুল মতিন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

সরকার পক্ষের আইনজীবী কাজী শহিদুল হক বলেন, মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা ও স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক ৪ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদÐ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এটা ন্যায় বিচারের একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

আসামী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, রায় ভাল হয়েছে। তবে মামলার তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট ত্রুটি রেখে চার্জশীট দিয়েছেন। আমরা পরবর্তিতে উচ্চ আদালতে যাবো।

কুষ্টিয়ায় আলোচিত ট্রিপল হত্যা মামলার ১১ জনের কারাদন্ড

প্রায় সাড়ে ১২ বছর আগের কুষ্টিয়ার একটি আলোচিত ট্রিপল হত্যা মামলায় তিন আসামির আমৃত্যু এবং ৮ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় প্রদান করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা সবাই পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতেই এই রায় ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই মামলার ১১ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন চরমপন্থী বাহিনীর সক্রিয় সদস্য।

মামলার আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পুতলা ডাঙ্গা গ্রামের আসকর আলীর ছেলে ফারুক সদ্দার, সদর উপজেলার পশ্চিম আব্দালপুর গ্রামের ইছাহাক আলী মাস্টারের ছেলে কালু ওরফে কফিল উদ্দিন, পৌরসভার আড়ুয়াপাড়া এলাকার কালো মজনুর ছেলে রোহান।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের মৃত খোরশেদ মন্ডলের ছেলে ফারুক মন্ডল, ভায়না গ্রামের জবেদ আলীর ছেলে লিয়াকত আলী, কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের জলিল শেখের ছেলে লিয়াকত শেখ, এছেম শেখের ছেলে মনোয়ার শেখ, আনছার শেখের ছেলে আকামউদ্দিন, ওয়াহেদ আলী জোয়াদ্দারের ছেলে জমিরউদ্দিন, ইবি থানার খোর্দ্দবাখইল গ্রামের

আবু বক্করের ছেলে নুরাল ওরফে নুরুল, সদর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামের ওম্মাদ মন্ডলের ছেলে খাকচার মন্ডল।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালের ৯ আগস্ট গভীর রাতে সদর উপজেলার ভবানীপুরের আকবর আলীর ছেলে কাউয়ুমসহ আরও দুজনের মাথা কেটে কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দামবাজার মোড়ের গণপূর্ত অফিসের সামনের গেটে ঝুলিয়ে রেখে যায় সন্ত্রাসীরা। পরে পুলিশ এসে ওই তিনজনের কাটা মাথা উদ্ধার করে। এরপর ইবি থানার সোনাইডাঙ্গা গ্রাম থেকে মস্তকবিহীন ওই তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে এবং তাঁদের শনাক্ত করে। এ ঘটনায় নিহত অপর দুজন হলেন, আইউব আলী এবং সামসুজ্জামান।

ওই ঘটনায় নিহত কাইয়ুমের ভাই আব্দুল হাই বাদী হয়ে ১০ আগস্ট কুষ্টিয়া মডেল থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২২ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ মঙ্গলবার এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, এটি শুধু কুষ্টিয়া জেলা নয়, সারা দেশ ব্যাপী একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ছিল। টেন্ডারবাজি এবং টেন্ডারের দখল নেওয়া জন্যই মূলত চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে। এই মামলায় তিনজনকে আমৃত্যু এবং ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা সবাই পলাতক। তবে দীর্ঘদিন পর রায় ঘোষণা হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে।